বিশ্বজুড়ে নারী

একটি সৌদি স্কুলের দুর্ঘটনা এবং ...

সৌদি আরবের রাজধানী মক্কার একটি স্কুলে কয়েক মাস আগে মারাত্মক এক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। স্কুলটি মেয়েদের। নাম হলো 'গার্লস ইন্টারমিডিয়েট স্কুল নং ৩১'। ক্লাসের ফাঁকে একটি ছাত্রী সিগারেট খাচ্ছিল। চার তলার সিঁড়ির কোনায় স্তূপ করা কাগজপত্রের মাঝখানে বসেছিল মেয়েটি। এমন সময় হল মনিটরকে এদিক দিয়ে যেতে দেখে মেয়েটি কাগজের গাদায় সিগারেটটি ছুড়ে ফেলে দেয়। মিনিটবিশেক পর শিক্ষকরা ধোঁয়ার গন্ধ পান। একজন 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার করে উঠলেন। কয়েক সেকেন্ড পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল ছাত্রীদের মধ্যে। তের থেকে সতেরো বছরের সাড়ে সাত শ' ছাত্রী ভবনের একমাত্র সিঁড়ি বেয়ে একসঙ্গে নিচে নেমে আসতে চেষ্টা করল। সিঁড়িটাও খুব সঙ্কীর্ণ। আর নিচের দরজাটাও ছিল তালা লাগানো, চেন দিয়ে আটকানো। কেবল দারোয়ানের হাতেই ছিল গেটের চাবি। সে আবার অশিক্ষিত। কী একটা কাজে বাইরে গেছে। মেয়েদের হুড়োহুড়ির মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল বিদ্যুতের পাওয়ার লাইনও বন্ধ হয়ে গেছে। অল্প সময়ের মধ্যে অবশ্য দমকলকর্মী ও এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস গেটে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ওদের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না একজন মুত্তায়া। 'পুণ্য নিশ্চিতকরণ ও পাপ দূরীকরণ'সংক্রান্ত সরকারী বিভাগের দায়িত্ব তার কাঁধে।

ছাত্রীদের অনেকে স্কার্ফ ফেলে বাইরে চলে এসেছিল। মুত্তায়া তাদেরকে স্কার্ফ কুড়িয়ে আনতে আবার ভিতরে ফেরত পাঠাচ্ছিল। শেষে পুলিশ এসে মুত্তায়াকে সরিয়ে দিয়ে গেটের দরজা খুলে দিল। আগুনটা খুব জোরালো ছিল না। তাই নেভানো গেছে সহজেই। কিন্তু দমকলকর্মীরা যখন গেটে এসে পৌঁছেছিল, তখনই যদি তারা ভিতরে ঢুকতে পারত বা ছাত্রীরা বাইরে আসতে পারত, তাহলে পনেরো জন ছাত্রীর প্রাণ বাঁচানো যেত। চল্লিশজন ছাত্রী গুরুতর আহতও হয়েছে। অথচ মুত্তায়ার নির্মম হস্তক্ষেপের জন্য মৃত্যু ঠেকানো গেল না। জঙ্গলের আগুন অল্প সময়ে নিভে গেলেও গোটা সৌদি সমাজে সমালোচনার আগুন নিভছে না। সচেতন মহল থেকে নানা প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে নিহত ছাত্রীদের পরিচয় প্রকাশ পাবার পর আরও বিতর্কের ঝড় উঠেছে। কারণ নিহতদের কেউ মার্বেল পাথরে তৈরি প্রাসাদে বেড়ে ওঠেনি। রোলস রয়েছে চড়ে এদের কেউ স্কুলে আসত না। আসলে ঐ স্কুলে পড়ত দরিদ্র মা-বাবার সন্তানেরা। স্কুল ভবনটি আদৌ স্কুলের জন্য তৈরি হয়নি। এটা একটা পরিত্যক্ত এ্যাপার্টমেন্ট ব্লক। প্রতিটি ছাত্রীর জন্য এখানে মাত্র পাঁচ বর্গফুট জায়গা বরাদ্দ। স্মোক ডিটেকটার, ফায়ার এ্যালার্ম তো নেই-ই। জানালাগুলোও লোহার গ্রিল দিয়ে বন্ধ। যেন এক বন্দীশালা ঐ স্কুল। প্রশ্ন উঠেছে, দরিদ্র বলেই ঐ মেয়েদের এমন একটা দুঃসহ পরিবেশে পড়াশোনা করতে হচ্ছে কি? আবার কেবল দরিদ্র নয়, মেয়ে বলেও ঐ হতভাগা শিক্ষার্থীদের জন্য পর্দায়

কড়াকড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়েছিল– যার পরিণতিতে পনেরোটি কচি প্রাণের অকাল মৃত্যু ঘটল। ঘটনাটি সৌদি পত্রপত্রিকাগুলোকে বেশ সাহসী করে তুলেছে। এই ট্র্যাজেডির কদর্য দিকগুলো তুলে ধরছে পত্রিকাগুলো। সাধারণ মানুষদেরও স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলছে। সরকারও একটু নড়েচড়ে বসছে মনে হচ্ছে। যুবরাজ আব্দুল্লাহ দুর্ঘটনাটির জন্য দায়ী করেছেন সরকারী কর্মকর্তাদের অবহেলা ও উদাসীনতাকে। অন্যান্য প্রিন্সও তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন। দেখা যাক, আগামীতে নারী ইস্যুতে সৌদি সমাজে আদৌ কোন পরিবর্তন আসে কিনা।

ফারহানা মিলি